105

প্রথম আলো

তারিখ MAY 4 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রকল্পগুলো শেষ, বছরে বেতন-ভাতা যায় ৭০ কোটি টাকা

উন্নয়ন বাজেটভুক্ত ৯২ হাজার কর্মচারী নিয়ে সরকার সংকটে

মাঈনুল আলম

প্রায় ৯২ হাজার সরকারি কর্মচারীকে নিয়ে সরকার সংকটে পড়েছে। উন্নয়ন বাজেটভুক্ত এসব কর্মচারীকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হবে কি হবে না এ নিয়ে অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। অথচ এসব কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে বছরে সরকারকে প্রায় ৭০ কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে। কখনো থোক বরাদ্দ, কখনো অপ্রত্যাশিত খাত থেকে আর কখনো সংশোধিত বাজেটে এই অর্থের সংস্থান করা হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নানা সময় এই লোকবল নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদের আর রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়নি।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর এবং এর পূর্ববর্তী ১০ বছরে যেসব প্রকল্প হাতে নেয়া হয় সেগুলোর লোকবল এখন রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের অপেক্ষায় আছে। এ রকম অপেক্ষমাণ লোকবলের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৯২ হাজার। এঁরা কোনো কাজ না করেই বসে বসে বেতন নিচ্ছেন। তবে সময় সময় বরাদ্দ হওয়া সাপেক্ষে কখনো তিন-চার মাস পর পর বেতন নিতে হয় বলে যন্ত্রণা ভোগ করেন।

জানা যায়, ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর থেকে কার্যকর সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের লোকবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর বন্ধ রয়েছে। আর নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় লোকবল নিয়োগ সংক্রান্ত আরেকটি নীতিমালায় ভবিষ্যতে প্রকল্প শেষ হলে রাজস্ব খাতে কোনো লোকবল স্থানান্তর করা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর পূর্ববর্তী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অপেক্ষমাণ প্রায় ৯২ হাজার কর্মচারীর ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে না।

জানা যায়, এসব কর্মচারীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৪৩ হাজার, বনবিভাগের ৬ হাজার, পরিসংখ্যান বিভাগের ১১ হাজার, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ৫ হাজার, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগের ৯ হাজার, যুব অধিদপ্তরের ৮ হাজার ও শিক্ষা বিভাগের অধীনে ৩ হাজারের মতো কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া মহিলা ও সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পেরও কয়েক হাজার কর্মচারী

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

উন্নয়ন বাজেটের ৯২ হাজার কর্মচারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে।

অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি একাধিক বৈঠকে উন্নয়ন প্রকল্পের লোকবল নিয়ে আলোচনা করেছে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে গৃহীত সব প্রকল্পের লোকবল প্রকল্প মেয়াদের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প শেষে এ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি শেষ হয়ে যাবে। কোনো লোকবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর হবে না। ৯৫-৯৬ অর্থবছরের আগের প্রায় ৯২ হাজার কর্মচারীকে যোগ্যতা অনুযায়ী নতুন প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া যাবে।

মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অপেক্ষমাণ ৯২ হাজার কর্মচারীকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে বছর বছর অবসরও দেয়া যায়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৯২ হাজার কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ বছরে ৬৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। চলতি অর্থবছরে এই খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। প্রথমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় অপ্রত্যাশিত খাত থেকে। এছাড়া ১০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রয়েছে। সংশোধিত বাজেটে আরো বরাদ্দ দেয়া হতে পারে।

ওই কর্মকর্তা জানান, সরকারের আয়তন ছোট করা ও রাজস্ব ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে একজন কর্মচারীকেও রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হবে না। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রবল চাপ আসে উন্নয়ন প্রকল্পের লোকবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে তদবির করছে।